দৈনিক সংবাদ

১৯৭

তারিখ ... JUL 22 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বুয়েটের ছাত্রদের সুবিবেচনার জন্য

বুয়েটের মেধাবী ছাত্রদের বুদ্ধি বিবেচনা প্রখর। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের কথা, অভিভাবকের কথা না ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। কয়েক মাস আগে একজন ছাত্রের শাস্তি প্রদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেধাবী বুদ্ধিমান ছাত্ররা যে উচ্ছৃঙ্খল ঘটনা ঘটিয়েছে, যেভাবে বুয়েটের সম্পত্তি ধ্বংস করেছে তার তুলনা নেই। প্রতিবাদ জানানোর আবেগে তারা ভুলে গেছে বুয়েটের সম্পত্তি কর্মরত শিক্ষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তারা আরো ভুলে গেছে শিক্ষকদের বাসভবনে গিয়ে হামলা চালানো কতটা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় বহন করে। এনিয়ে পত্রিকায় পক্ষে-বিপক্ষে অনেক লেখালেখি হয়েছে। ছাত্ররা দায়ী না শিক্ষকরা দায়ী সেটা সংশ্লিষ্টজনরা ভালো জানে। তবে একথা সত্যি যে, শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রটি অন্যের হয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল। সেই ছাত্রের অপরাধকে ধিক্কার না জানিয়ে তার অপরাধ আড়াল করার জন্য ছাত্ররা প্রতিবাদের নামে যেসব সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে তা কতটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে একজন অভিভাবক হিসেবে ছাত্রদের ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করতে বলি। তার ফলে বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করা হলো, এতে কার ক্ষতি হয়েছে এই প্রশ্নটাও সচেতন নাগরিক হিসেবে ছাত্রদের কাছে রাখছি। সম্প্রতি বুয়েট খুলেছে। বুয়েট কর্তৃপক্ষ ২০শে জুলাই থেকে বিভিন্ন লেভেলের টার্ম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু ছাত্ররা সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে যে, পরীক্ষা বর্জন করে আন্দোলনে যাবে। তাদের দাবি বুয়েটের সংঘটিত উচ্ছৃঙ্খল ঘটনা তদন্তের জন্য শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত কমিটির বিচার তারা মেনে নেবে না। উক্ত কমিটি এবং বিচারের রায় বাতিলসহ আরো কয়েক দফা দাবিও রয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় ছাত্ররা যা খুশি অন্যায় করুক তার জন্য কোন বিচার বা শাস্তি প্রদান চলবে না। একথাটা ছাত্ররা সোজাসুজি দাবি করলেই পারত। তারা একবারও নিজেদের ভবিষ্যৎ এবং অভিভাবকের কথাটা ভাবছে না। '৯২ সালের ব্যাচ পরীক্ষা দিয়ে পাস করে বের হবার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু পরীক্ষা দিতে দেয়া হবে না। এইচএসসি পাস করে আরো এক ব্যাচ ছাত্র অপেক্ষা করছে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বুয়েটে ঢুকে প্রকৌশলী হবার জন্য। কিন্তু পারছে না। এক ব্যাচ স্থান শূন্য না করে দিলে অন্য ব্যাচের প্রবেশের সুযোগ নেই। সামনেই আবার এইচএসসি পরীক্ষার ফল বের হতে যাচ্ছে। ছাত্ররা কি নিজেদের গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসী পাতা ভাবে? তদন্ত কমিটি বিচারের নামে অবিচার করেছে, এই যদি ধারণা হয় তাহলে বিচারের রায় নিয়ে আদালতে যাক। অন্য ছাত্রদের পড়াশুনো অনিশ্চিত করার অধিকার তারা নিচ্ছে কোন্ যুক্তিতে? অনেক ছাত্রই ভয়ে আন্দোলনে সমর্থন জানাচ্ছে, পরীক্ষা না দেবার কথা বলছে। একজন অভিভাবক হিসেবে ছাত্রদের বলছি আন্দোলনের নামে পরীক্ষা না দিয়ে কালক্ষেপণ করে অভিভাবকের ভোগান্তি না বাড়ালেই কি নয়? অনেক গরিব অভিভাবক আছেন যারা আশা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছেন যে তার মেধাবী ছেলেটি প্রকৌশলী হিসেবে বের হয়ে চাকরি-বাকরি করে সংসারের দৈন্যদশা দূর করবে। এসব অভিভাবকের কথাটা কি তাদের একবারও মনে পড়ে না? অভিভাবকের কথা, নতুন ভর্তি হতে ইচ্ছুক আগ্রহী মেধাবীদের স্বপ্নের কথা বিবেচনা করে তাদের কর্মপন্থা কি নির্ধারণ করা কষ্টকর? সবশেষে বলতে চাই, ছাত্র শিক্ষকের মাঝে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, অসন্তোষ ক্ষোভ থাকলে আর যাই হোক সুশিক্ষা তারা আশা করতে পারে না। শিক্ষকগণ ভুল করেন না তা নয়। সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে ছাত্রদের ছোটবড় অনেক ভুলই শিক্ষকরা কর্তব্যের মধ্যে না এনে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন। সেই ছোট ছোট ভুলের ক্ষমার সূত্র ধরে বড় অপরাধ করলে তার জন্য শাস্তি প্রদান না করলে ভবিষ্যতে শিক্ষকদেরই সমাজের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা ভেবে যদি শিক্ষকগণ ঠিক করেন যে আর তারা ছাত্রদের অপরাধ, ভুল-ত্রুটি ধরবেন না, কেননা তাহলে তার এবং পরিবারের মান-ইজ্জত এমনকি প্রাণ সংশয়ও ঘটতে পারে তাহলে ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন রোধ করবে কে? ছাত্র নেতাগণ কি তখন ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন রোধে কোন আন্দোলন করতে পারবে? নাকি তারা এই গ্যারান্টি দিতে পারবে যে ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন ঘটবে না। একজনের অপরাধ ঢাকতে গিয়ে সম্মিলিতভাবে যে অপরাধ তারা করেছে তার জন্য কোন অনুশোচনা, কোন অনুতাপ, কোন অপরাধ বোধ মনে না জাগাটা কি সুস্থতার লক্ষণ? কথায় কথায় আন্দোলনের হুমকি দেয়া, আন্দোলন করা আজকাল যেন কালচারে পরিণত হয়েছে। কেউ কাউকে মানবে না, কেউ কারো কথা শুনবে না এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আগামী দিনের এই সমাজ, এই সংসারের চেহারাটা কি হবে তা কি কখনো ভাবনায় আসে না? নকল করা ছাত্র শিক্ষক হয়ে কোন্ নৈতিকতার জোরে ছাত্রকে নকল করতে নিষেধ করবে? রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে সে ছাত্র, শিক্ষক হয়ে কোন অধিকারে সে বলতে পারবে "রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নষ্ট করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।" ছাত্ররা কি দেখতে পাচ্ছে না এ সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়? নৈতিক মূল্যবোধ না থাকলে সমাজ কি আর সুস্থ থাকে? সুতরাং শিক্ষকের প্রতি ক্ষোভ, অবিশ্বাস, থাকলে কোন ছাত্রেরই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হয় না এই সত্যটা। ছাত্রদের অনুধাবন করতেই হবে। বুয়েটের ছাত্রদের সুবিবেচনার উদয় হোক।

অনন্যা জ্যোতি
রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ওয়ারী
- ঢাকা-১২০৩।